Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

“রাজশাহীর মিষ্টি পান”

GI Journal No. 29

Published on :

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। **আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ**

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। **আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ**

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৫১
আবেদনের তারিখ : ৩১-০৮-২০২৩

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "রাজশাহীর মিষ্টি পান" যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভূক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নামঃ "রাজশাহীর মিষ্টি পান"

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

খ) ঠিকানাঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আর ও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকারঃ পান এক প্রকার লতা জাতীয় উদ্ভিদ।

ঙ)স্পেসিফিকেশন ঃ

১. পান একটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ কিন্তু হালকা শক্ত।
২.বৈজ্ঞানিক নাম Piper betle
৩.পানের ব্যবহার্য অংশ 'পান পাতা'। ফলন এবং বংশ বিস্তারে ব্যবহার হয় পানের লতা।
৪.রাজশাহীতে মিষ্টি পান ও সাঁচি পান উৎপাদন হলেও ৯৮-৯৯% চাষ হয় মিষ্টি পান।
৫.এখানে সাধারণত পান ৩ সাইজে বিক্রি হয়। যথাক্রমে: বড়, মাঝারি ও ছোট বা সাপটা।
৬. প্রতিটি বড় পানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৭×৫ ইঞ্চি, মাঝারি ৫×৪ ইঞ্চি এবং ছোট পান ৩×৪ ইঞ্চি।
৭. পানের অগ্রভাগ সরু এবং হৃদপন্ডাকৃতির।
৮.রাজশাহীর মিষ্টি পান গাঢ় সবুজ রঙের হয়ে থাকে।
৯.এক বিড়া (৬৪টি) বড় পানের ওজন ৭৫০ গ্রাম, মাঝারি ৪০০ গ্রাম এবং ছোট ২৫০ গ্রাম।
১০.পানে ভিটামিন 'বি' ও 'সি' সহ নানা রকম ঔষধি গুণ রয়েছে।
১১.রাজশাহীর মিষ্টি পান কাঁচা অবস্থাতেই খাওয়া হয়।
১২.এই পান মিষ্টি এবং ঝাঁজহীন।
১৩.এ কারণে খেতে সুস্বাদু এবং মুখ পুড়ে যায় না। পান হালকা হওয়ার কারণে খসখসে লাগে না, তাই এটিকে নিরাপদ পানও বলা হয়।
১৪.রাজশাহীতে মিষ্টি পান একটি স্থানীয় জাতের পান। তা চাষ হয়ে আসছে শতাব্দির পর পর শতাব্দি ধরে।
১৫.মিষ্টি পান রাজশাহীর প্রধান অর্থকরী ফসল। তা থেকে সারা বছর এবং যুগ যুগ ধরে আয় করতে পারে কৃষক।
১৬.বংশ পরম্পরায় মিষ্টি পান চাষ করছে রাজশাহীর কৃষকগণ।
১৭.এটি শতভাগ পরিবেশ বান্ধব একটি কৃষি পণ্য।

চ) বর্ণনা:

পান একটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ ফসল। এটি রাজশাহীর প্রধান অর্থকরী ফসল। রাজশাহীর মাটি ও জলবায়ু পান চাষে বিশেষ উপযোগী হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে পান চাষ হয়ে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে রয়েছে রাজশাহীর পানের কদর। অন্য যেকোন ফসলের চেয়ে রাজশাহীর কৃষকের কাছে পান লাভজনক ফসল। তাই দিনে দিনে বাড়ছে পান চাষ। এ কারণে বাড়ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান। সমৃদ্ধ হচ্ছে রাজশাহীর অর্থনীতি।

নিত্য খাওয়া থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়ন পর্যন্ত প্রায় সবকিছুতেই পানের ব্যবহার রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি ঘরে কেউ না কেউ পান খায়। এ হার একেবারে কম নয় শহরেও। সারাদেশে কোটি কোটি দোকানে বিক্রি হয় পান। পার্ক, বাস, ট্রেন সহ বিভিন্ন স্থানেও লক্ষ্য করা যায়।

পান একটি উদ্ভিদ ফসল হওয়ার কারণে 'পাতা' মূল ব্যবহার্য অংশ। পানের লতামূলত গাছ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে এবং সারা বছর পাতা দেয় । রাজশাহীতে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় মিষ্টি পান।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বলছে, "পান মনে প্রফুল আনে, পাকস্থলী শক্তিশালী করে এবং মস্তিষ্ক সতেজ ও শক্তিশালী করে। পান যৌন শক্তি বৃদ্ধি ও শেষ্মা দূর করে। পানের রস কান পাকা দূর করে ও উকুননাশক হিসেবে কাজ করে। পানের শিকড়ে গর্ভ নিরোধক শক্তি রয়েছে। পানে ভিটামিন 'বি' ও 'সি' রয়েছে। মাথা, যকৃত ও হৃৎপিন্ডের টনিক হিসেবে কাজ করে পান।"

পান পাতা রাজশাহীর কৃষকের কাছে 'সোনা' হিসেবে জনপ্রিয়। পান যেকোন সময় বাজারে নিয়ে গেলেই পাওয়া যায় নগদ অর্থ। যা তাদের সকল চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখে। একবার পানের বরজ তৈরি করলে তা থেকে শতাধিক বছর পর্যন্ত পান পাতা সংগ্রহ করা যায়। তবে গাছে পচন রোগ ধরলে যেকোন সময় বরজ নষ্ট হয়ে যায়। রাজশাহীর মোহনপুর, বাগমারাসহ বেশ কিছু উপজেলায় অসংখ্য শতবর্ষী বরজ রয়েছে। এগুলোকে শতবর্ষী বরজ বলা হয়, কারণ কৃষকরা বরজের সঠিক বয়স জানে না। তারা দাদার রেখে যাওয়া বরজ পেয়েছে বাবার থেকে।

প্রতি হেক্টরে রাজশাহীর মিষ্টি পানের গড় ফলন হয় ১৭ মে.টন। রাজশাহীর কৃষক পানের বরজ থেকে মাসে ২-৩ বার আয় করে থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে, রাজশাহীতে ৩৮৯০০ কৃষক রয়েছে। যাদের বরজ সংখ্যা ৩৯৬৭৪টি। কেবল ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজশাহীতে পানের উৎপাদন হয়েছে ৭৬৬৭৮ মে.টন।

অন্যান্য কৃষি ফসল বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন হলেও পান চাষ হয় সারা বছর । তাই এটি কৃষকের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অমূল্য ফসল।

চৈত্র মাসের পান আকারে ছোট হয়, বর্ষাকালের গুলো বড় হয় এবং শীতকালীন পান পাতা মাঝারি আকারের হয়। মূলত পানের পুরুত্ব দেখে তা বিক্রির জন্য উঠানো হয়। পুরুত্ব পূর্ণতা পাওয়ার আগে উঠানো হলে স্বাদ পাওয়া যায় না এবং দ্রুত সময়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই পান বিক্রিও হয় না। আলো বাতাস না পেলে কাঁচা পান সাধারণত ৮-৯ দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। যেহেতু বছরের পর বছর ধরে বরজ টিকিয়ে রাখতে হয়। তাই রাজশাহীর মিষ্টি পান চাষে রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করা হয়। এখানে খৈলের ব্যবহার বেশি। রাজশাহীর মিষ্টি পান চাষে খরচও বেশি এবং লাভের পরিমাণ ও বেশি।

রাজশাহীতে দুই প্রকার পান চাষ হয়। মিষ্টি পান ও সাঁচি পান। মিষ্টি পানের চাষাবাদ যে হারে বেড়েছে একই হারে কমেছে সাঁচী পানের চাষ। মিষ্টি পান দেখতে গাঢ় সবুজ এবং ঝাঁজ নেই।

রাজশাহীর মিষ্টি পান কেবল স্থানীয় চাহিদাই পূরণ করে না, তা উত্তর বঙ্গের সবকয়টি জেলাসহ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যায় নিয়মিত। এমনকি সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্য ও যুক্তরাজ্য সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, "অতীত কালে এখানকার পান ঢাকা ও করাচীতে চালান হয়েছে।"

রাজশাহীতে পোয়া হিসেবে পান বিক্রি করা হয়। এখানে ৬৪ টি পানে এক বিড়া এবং ৩২ বিড়া সমান এক পোয়া। এক পোয়ার গড় ওজন হয় ১০ কেজি। বর্তমানে এক টন বা ১ হাজার কেজি পানের দাম গড়ে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা

গোনে গানেও সমৃদ্ধ হয়েছে পান। বাংলা গানে সাবিনা ইয়াসমিন গেয়েছেন, "যদি সুন্দর একটা মন পাইতাম/ সদর ঘাটের পানের খিলি তারে/বানাই খাবাইতাম।"

- রুনা লায়লা গেয়েছেন, "পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিলাম।"

- আসিফ আকবর গেয়েছেন, “রঙিন মসলা আছে/অনেক সুগন্ধি আছে/তিতা নাই মিঠা আছে/খাইয়া দেইয়া যা/ সদর ঘাটের পান।” পানচাষিদের দাবি, সদরঘাটের এ পান রাজশাহী থেকেই যায়।

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

রাজশাহী জেলার সবকয়টি উপজেলাতেই মিষ্টি পান চাষ হয়। তবে বাগমারা ও মোহনপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি পানের বরজ রয়েছে। রাজশাহীর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় “২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রাজশাহীতে ৪ হাজার ৪৯৬ হেক্টর জমিতে পানের আবাদ হয়েছে। পান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৬ হাজার ৬৭৮ মেট্রিক টন । এই জেলায় পান চাষে জড়িয়ে আছে প্রায় ৩৮ হাজার ৯০০ কৃষক।”

রাজশাহী বিভাগ
রাজশাহীর মিষ্টি পান উৎপাদন এলাকা।

জ) উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] :

১৯০১ সালে প্রকাশিত শ্রীকালীনাথ চৌধুরীর "রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থটি সম্প্রসারণ করে "রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং রাজশাহী পরিচিতি" নামে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। এই বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় তামুলী পেশা সম্পর্কে বলা হয়, "ইহাদের আদি ব্যবসা পান বিক্রি করা। এই রাজসাহীতে গোয়ালকান্দী ও আমরাইল গ্রামে যে তামুলী আছে তাহারা জমিদার।"৩৯ নং পৃষ্ঠার গোছালী সম্পর্কে বলা হয়, "ইহারা পান প্রস্তুত করে এবং বিক্রিয় করে। ইহাদের সাধারণত পানতীয় বা বারুই বলে। গুচ্ছ শব্দের অর্থ আটি বুঝায়। যে পানের আটি বা গুচ্ছ বাঁধে তাহাকে গোছালী বলা যায়।" এই বইয়ের রাজশাহী পরিচিতি অংশে কয়েক জনের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের একজন অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন। ২৩৪ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন," ...বরিন্দ অঞ্চল থেকে ধান, শাকসবজী, পান ইত্যাদি বহন করার জন্য বড়লাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"৩৭৬ পৃষ্ঠায় একটি সমীকরণে উল্লেখ করা হয়েছে "১৯৬৪-৬৫ সালে ২৩০০ একর এলাকায় পান চাষ করা হয় এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ৩১০৫ একরে উন্নীত হয়।"

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত কাজী মোহাম্মদ মিছের 'রাজশাহী ইতিহাস' গ্রন্থে একাধিকবার পানের উল্লেখ করেছেন। ১৮৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "শিল্প সম্পদের মধ্যে এ জেলার খয়ের, লাক্ষা, খেজুর গুড় ও রেশম প্রধান। চিনি, পান-মশলা, জর্দ্দা প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। কংস শিল্প ও মৃৎশিল্প প্রভৃতি রাজশাহীর বিখ্যাত প্রাচীন শিল্প।" ২১৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "বর্তমানে রাজশাহীতে রেশম, লাক্ষা, খয়ের, গুড়, চিনি, গাঁজা, কংস, মৃৎ, মেটাল, ম্যাচ, পান-মশলা, সাবান, কালী, ধান্য, পাট, কাষ্ঠ প্রভৃতি এবং ফলমূলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, বোর , কলা প্রভৃতি উলেখযোগ্য।"২১৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, "কতিপয় দেশী-পান চাষী এই জাতীয় লগ্নী ব্যাংক কারবার করিত। তাহারা অল্পকদিনের মধ্যে অঢেল টাকা পয়সার মালিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা তামলী নামে পরিচিত ছিল।" ২২০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "...মোহনপুর ও বাগমারা প্রভৃতি থানায় প্রচুর পরিমাণে পানের চাষ হয়। এখানকার পান ঢাকা, করাচীতেও চালান যায়।"

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত " রাজশাহী মহানগরী : অতীত ও বর্তমান" বইয়ের ৪৯৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়, "তাছাড়া এ জেলায় আলু, তৈলবীজ, মসলা, শাকসবজি; পান প্রভৃতিও এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।" পরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৪৯৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়, "পান পাতা, আম এবং পশুর চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি হয়ে থাকে।"

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর রাজশাহী'র ১০৬, ১২০, ১৪৮, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭ ও ২৩৫ পৃষ্ঠায় পানের কথা পাওয়া যায়।

কমল চৌধুরীর সংকলন ও সম্পদনায় ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত 'রাজশাহীর ইতিহাস' গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "ইহাদের আদি ব্যবসা পান বিক্রি করা। এই রাজসাহীতে গোয়ালকান্দি ও আমরাইল গ্রামে যে তামুলি আছে তাহারা জমিদার।"

২০১৩ সালের বই মেলায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত "বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-রাজশাহী" গ্রন্থে বার বার পানের কথা এসেছে। ৮০ পৃষ্ঠায় লোক সঙ্গীতে আছে "ওপেনটি ভায়োস্কোপ ট্রেন ট্রেন টেইস্কোপ /রাজার বাড়ি যেতে পান সুপারি খেতে/ পানের বাঠায় মরিচ বাটা/ স্পিরিং এর চাভি আঠা/সাহেব বুলাছে যেতে পান সুপারি খেতে" ১০২ পৃষ্ঠায় ডাক্তারের গানে আছে, ..."ওনি পানের স্বত্ব আদামধু তুলসীর পাতায় জ্বর সারে..."। ২০৮ পৃষ্ঠায় আঞ্চলিক পল্লীগীতিতে আছে, "তানোর থানার জমির ধান/ মোহনপুরের বরের পান/ বাটা ভরা সুপারি আছে গো বন্ধু /খাইয়া যাও পান/ মোহনপুরের কেশরহাটে/ধানে মহুরি চুন যাউন আছে/ মৌগাছের হাটে বন্ধু/ সস্তা দামে মিলবে পান/ চারঘাটের চারকোণা খরে/ খাইলে সবার মন ভরে/ আমজাদ পাতি জরদা বন্ধু/ রাজশাহী থেকে এনে দেন / তানোর থানার জমির ধান।" ২১২ পৃষ্ঠায় পল্লীগীতিতে আছে, ...ধোপাঘাটা দাওকান্দি / পান কিনি ভাই গাদির গাদি /বড় গাছির হাটে গিয়ে ফিরবো সবে বাড়ি।" ২৩৬ পৃষ্ঠায় আছে, "পান লাগাল্যাম সারি রে সারি/ লতা গেল বিলে, পান রহিল বারোয়ার বারদের / ওই না পানো তুলতে রে রহিমা/ চোরে পইলো ধরা।"

২০১৭ সালে এস এম নজরুল হাওলাদার "আকাল" কবিতায় লিখেন, "যেই দেখি তোমার কান/ ভাবি, এতো রাজশাহীর পান।"

মোঃ জাহিদুল ইসলাম "অপরূপ রাজশাহী" কবিতায় বলেন, "আম আর পানে/ গুণে ও মানে সারা/ দেশে সেরা রাজশাহী জেলা।"

ঝ) উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ

পান একটি ছায়াযুক্ত, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফসল, বন্য পরিবেশে ভালো জন্মে। খরিফ মৌসুমে পান উৎপাদনের অনুকূল আবহাওয়া থাকে। তাই রবি মৌসুমের তুলনায় দ্বিগুণ হয়। পান চাষের জন্য নিষ্কাশনযুক্ত, উর্বর বেলে, বেলে দোআঁশ ও এঁটেল মাটি উপযোগি। রাজশাহীতে সেই পরিবেশ বিরাজমান।

প্রথমে বরজ তৈরি করার জন্য চারপাশে বেড়া দিতে এবং উপরে ছাউনি দিতে হয়। পান চাষে জমিতে অধিক রৌদ্র কিংবা পানি প্রয়োজন হয় না। আবার অধিক অন্ধকার কিংবা খরাও বিপদজনক। তাই ছাউনি এমনভাবে দিতে হয় যেন ছাউনি ভেদ করে হালকা রোদ মাটিতে স্পর্শ করে। তারপর মাটি প্রস্তুত করতে হয়। মাটি সমান এবং শক্ত হতে হয়। এর জন্য চাষ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে আঞ্চলিক প্রবাদ আছে, "১৬ চাষে মুলা/ তার অর্ধেক তুলা/ তার অর্ধেক ধান/ বিনা চাষে পান।" প্রয়োজন হলে মাটিতে হালকা পানি ছিটিয়ে নিতে হয়। তারপর খন্দি দিয়ে জমির এক পাশ থেকে অন্য পাশে লম্বালম্বি করে খন্দি দিয়ে মাটি নরম করে নিতে হয়। যেন পানের লতা গেঁথে দেওয়া যায়।

জমির এক পাশ থেকে অন্য পাশে একটি সুতা টানিয়ে নিতে হয় এবং ৬-৮ ইঞ্চি পর পর লতার অর্ধেক অংশ মাটিতে পুতে দিতে হয় । লতার অর্ধেক অংশ ৩-৪টি পাতা সহ জমিনের উপরে থাকবে। তারপর মাটি মিলিয়ে দিতে হয় এবং জোড় প্রয়োগ করতে হয় যেন মাটি একসাথে লেগে যায়। এটি দ্রুত শিকড় গজাতে সাহায্য করে।

লাগানোর জন্য সতেজ ও রোগমুক্ত বরজ থেকে লতা সংগ্রহ করতে হয়। গাছের উপরের ১ মিটারের মধ্য থেকে লতা সংগ্রহ করা ভাল। লতা লাগানোর পূর্বে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ বা অটোস্টিন ও এডমায়ার ১ মিলি মিশিয়ে জলীয় দ্রবণে ১২- ১৫ মিনিট চুবিয়ে শোধন করে নিতে হয়। এরপর ছায়াতে রেখে লতা শুকিয়ে নিতে হয়। লতা সংগ্রহের ৫-৬ দিন পূর্বে গাছের ডগার দিকে ২-৩ সেমি ভেঙ্গে দিলে ভাল হয়। ৬-৮ ইঞ্চি দূরত্ব রোপনে হেক্টরে ৭০-৮০ হাজার লতা প্রয়োজন হয়। চারা গাছের জন্য পর্যাপ্ত ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয় ও লতা আকড়ে ধরার জন্য অবলম্বনের ব্যবস্থা করতে হয়।

রোপনের জন্য লতা সংগ্রহ করতে হলে ২ বছ বয়সের পুরাতন, সুস্থ, সবল, নিরোগ লতা নির্বাচন করতে হয়। কান্ড থেকে ছোট ছোট টুকরায় কেটে চারা তৈরি করতে হয়। প্রতিটি লতা ৩০-৪০ সেমি লম্বা রাখতে হয়। এতে ৫-৬টি গিট এবং ৩-৪টি পাতা থাকা ভাল। তা সংগ্রহ করা যায় লতার যেকোন অংশ থেকে। কান্ড থেকে লতা সংগ্রহ করা যায়। ৮০টি করে লতা একসাথে বান্ডিল তৈরি করা হয়। এরপর কাদা মেখে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে পর্বসন্ধি হতে নতুন কিশড় বের হলে তা রোপনের উপযোগি হয়। রোপন করতে হয় ৮-১০ সেমি মাটির গভীরে রোপন করতে হয়। বর্ষা কালে ৫০-৬০ সেমি ও শরৎকালে ৪০-৫০ সেমি দূরত্ব অনুসরণ করতে হয়।

আশ্বিন- কার্তিক ও ফাল্গুন মাসে লাগানো লতার ফলন বেশি হয়। মাঘ হতে চৈত্র মাসে চারা রোপন করা হয়।

পান অধিক মাত্রায় পুষ্টি গ্রহণ করে। কাঠা প্রতি ৩ কেজি টিএসপি, এমওপি ৩ কেজি, খৈল ২০ কেজি প্রয়োগ করতে হয়। বছরে সার ও খৈল ৫-৬ বার প্রয়োগ করা হয়। লতার গোড়ায় তা দেয়া যাবে না। ২ সারির মাঝখানে ২ ইঞ্চি খুড়ে খৈল বা সার দিতে হয়। খৈল পঁচিয়ে তারপরে বরজে দিলে গাছ ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং রোগবালাই কম হয়।

পানের বরজে নিয়মিত কাজ করতে হয়। এ কারণে কৃষকের মুখে মুখে প্রচলিত আছে, "বর একদিন না গেলে পর।"

নতুন বরজে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়কাল

সারের নাম	পরিমাণ/ হেক্টর	প্রয়োগ পদ্ধতি
গোবর	১০-১৫ টন	সবটুকু জমি তৈরির সময়
খৈল	৬ টন	১২ কিস্তি (চারা লাগানোর ২ মাস পর)
ইউরিয়া	২১৭ কেজি	সবটুকু জমি তৈরির সময়
টিএসপি	১১০ কেজি	
এমওপি	৮৪ কেজি	
জিপসাম	৫০ কেজি	
জিংক সালফেট	১৫ কেজি	

পুরাতন বরজে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়কাল

সারের নাম	পরিমাণ/ হেক্টর	প্রয়োগ পদ্ধতি
খৈল	৪ টন	১৫ দিন পর ১২ কিস্তিতে
ইউরিয়া	১৮০ কেজি	
টিএসপি	১৫০ কেজি	১ কিস্তি
এমওপি	৭৫ কেজি	
জিপসাম	৫০ কেজি	
জিংক সালফেট	১৫ কেজি	

ঞ) সেচ প্রদান: পান চাষে সঠিক মাত্রায় সেচ প্রয়োগ করতে হয়। পানের বরজ সবসময় মাটিতে আর্দ্রতা বজায় রাখতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে ৬-৭ দিন পর পর হালকা সেচ দিতে হয়। তবে বর্ষকালে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হয়। যেন কোনভাবেই পানি জমে না থাকে।

ট) পরিচর্যা: লতা লাগানোর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে সতেজ হয়ে ওঠে এবং ১ মাসের মধ্যে পাতা গজায়। চারা একটু বড় হলেই খাড়া ভাবে পাটকাঠি বা বাঁশের কঞ্চি পুতে পান গাছ বেঁধে দিতে হয়। যেন পান গাছ বড় হতে পারে। রোপন পরবর্তী যত্নের উপর পানের উৎপাদন ও ফলন নির্ভর করে।

সাধারণত পান গাছ বেশি লম্বা হতে দেয়া হয় না। পানের লতা যখন বরজের ছাউনি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন তা নামিয়ে পাতা বিহীন অংশকে পেঁচিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পানের লতার গোড়ায় মাটি ভেদ করে যেন শিকড় বাইরে চলে না আসে তাই বছরে ১-২ বার বাইরে থেকে ঝুরঝুরে মাটি এনে গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। কারণ শিকড় মাটির বাইরে চলে আসলে মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে দুর্বল হয় এবং রোগবালাই বৃদ্ধি পায়।

ঠ) পান সংগ্রহ: সময়মতো যত্ন ও পরিচর্যা করলে চারা লাগানোর ৬ মাস পর হতে পান তোলা যায়। প্রতিটি গাছ থেকে মাসে ২-৩ বার পান তোলা যায়। বরজ তৈরির প্রথম বছরে পানের ফলন কম হয় এবং দ্বিতীয় বছরে ফলন বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি পান পাতা পরিপক্ব হতে সাধারণত সময় লাগে ২৫-৩০ দিন।

ঙ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

রাজশাহীর পান মিষ্টি ও ঝাঁজহীন। এই পান হালকা তাই খাওয়ার সময় মুখ পুড়ে যায় না কিংবা খসখসে লাগে না। একারণে এটিকে নিরাপদ পান বলা হয়। রাজশাহীর মিষ্টি পান বেশ সুস্বাদু। মাটি ও জলবায়ু বিশেষ উপযোগী হওয়ার কারণে এখানকার বরজগুলো টিকে আছে যুগের পর যুগ ধরে।

চ) ব্যবহার কাল ঃ

প্রাচীনকাল হতে উৎপাদন হয়ে আসছে রাজশাহীর মিষ্টি পান। প্রতি বছর বাড়ছে চাষাবাদ এলাকা ও বরজ।

ছবি ঃ পানের লতা রোপণ করছে কৃষক।

ছবি ঃ ১৫ দিন বয়সী পানের লতা।

ছবি ঃ ১০ মাস বয়সী বরজ।

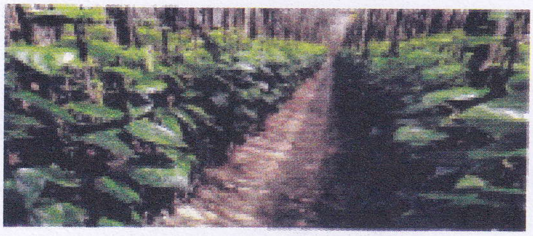

ছবি ঃ ৮ বছর বয়সী পানের বরজ

ছবি ঃ বর্ষাকালীন পাতা।

ছবি ঃ বিক্রয় উপযোগী পান পাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ছবি ঃ সংগৃহীত পান বাড়ি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

ছবি ঃ ছাউনি থেকে নামিয়ে গোড়ার অংশে ৩-৪ ফুট করে পেচিয়ে রাখা হয়েছে।

ছবি ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত পান।

ছবি ঃ বিভিন্ন স্থানে চালান হওয়ার জন্য প্রস্তুত মিষ্টি পান।

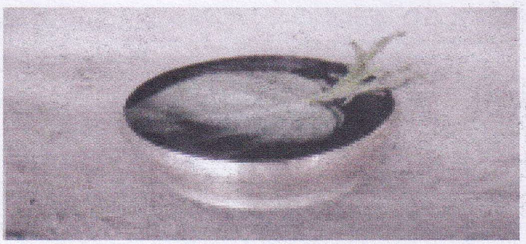

ছবি ঃ পানের বাটায় রাজশাহীর মিষ্টি পান ।

মো: আবুল কালাম আজাদ নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭১৩৭৬৩৮১৮	কাউচার আলী নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। ০১৭২২৯০৮৫৪৭	মতিউর রহমান নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। ০১৭১৩৯২৫৮৩৭
আবদুর সালাম মোল্লা নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৩৩১৫৩৩৪৭	মো: সোলাইমান নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৪০৯৬৬২১৩	মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম চুনিয়াপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী। ০১৭৭৬৮৩৫৩০২
এমাজ উদ্দিন মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৯৯৭৯২৫৬	মো: রেজাউল ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭২৫৬৭১০৫৯	আবদুল লতিফ ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৩৭৩১১০৮৯
মো: আবুল কালাম ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৮৩৫৯৪৮০৮৫	মো: হারেছ মোল্লা ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৩২৩৬৬০০৫	মো: সাদ্দাম হোসেন ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৩১০৪৪৪৩৮
মো: হামীম ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৪৮৬৭৭৯৪৫	শাহীন আলম ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৩৮১২৭৫৮৬	মোজাহার সরকার খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৭৬৩৫০৫৩৫
মো: ওয়াজেদ শাহ খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৭৬৪৭৯৮৭৪	জয়নাল শাহ খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৩০৯৯১১৮০৪	মো: নজরুল ইসলাম খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৫১৬৮৪৫৪৪
মো: শাহীন শেখ খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৪০৯৩৮৪০৪	মো: আফজাল হোসেন খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৪৬৩৪০৮১১	মো: আব্দুল মান্নান খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৫০৩৩০০৪০
মো: মাহাবুব আলম খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৩৬৭৫৪৩০১	মো: মোস্তাফিজুর রহমান খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৭৬৩৭৩২১৭	মো: রবিউল মন্ডল খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭১০৬৭৯২২৫
মো: মৃনাল হোসেন খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৮৫৮৬৫৫৯৮০	মো: শামীম মন্ডল খাঁড়ইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৮২৯৮৯৪০৮	মো: আব্দুল মান্নান আচিনঘাট, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭৩৯৯৮১৮৩৯
মো: দুলাল আক্কেলপুর, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭৪৫৬১৬৬৮২	মো: হান্নান আক্কেলপুর, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭৬৫৩৪৮৯৭১	মো: নাহিদ হাসান আচিনঘাট, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭৬৫৮৬০২৪১
মো: মোসাদ্দেক হোসেন গঙ্গানারায়নপুর, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭৫০২২৯৩৯৫	মো: রুবাইয়াত আচিনঘাট, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭৬৪৭৯৩৮৪২	মো: কালাম হোসেন আচিনঘাট, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭৬১৩০০৮৭৯
মো: ইনসান মাধাইমুড়ি, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭৩৬১৫৭৫০৯	মো: নাজমুল হক মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী ০১৭০৬২৭৭৭২৬	মো: সোলাইমান আলী নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৪০৯৬৬২১৩

মো: মাহবুব ইসলাম নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৪৩৯৪৬৩৫১	আলমগীর হোসেন নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৩৩২২৬৫০৫১	মো: আজাদ আলী খয়রা, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭২৭৯০৭০৬৫
মো: হাবিবুর রহমান বজরপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭১২১০১০৪৪	মো: আকবর আলী কালিগ্রাম, মোহনপুর, রাজশাহী ০১০৭৩৭০৬৬২০৪	মো: আফজাল হোসেন খড়াইল, মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭৪৬৩৪০৮৮১১

রেফারেন্স ঃ

রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং পরিচিত/শ্রীকালীনাথ চৌধুরী/প্রথম প্রকাশ ১৯০১ সাল পৃষ্ঠা: ৩৮, ৩৯,২৩৪ ও ৩৭৬

রাজশাহী ইতিহাস/কাজী মোহাম্মদ মিছের/প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫ সাল

পৃষ্ঠা: ১৮৯, ২১৫, ২১৬ ও ২২০

রাজশাহী মহানগরী : অতীত ও বর্তমান/সিকদার আবুল বাশার/প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫ সাল

পৃষ্ঠা: ৪৯৫ ও ৪৯৬

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর রাজশাহী

পৃষ্ঠা ১০৬, ১২০, ১৪৮, ১৬৩, ১৬৬,১৬৭ ও ২৩৫

রাজসাহীর ইতিহাস/কমল চৌধুরী/ প্রথম প্রকাশ ২০০৭ সাল

পৃষ্ঠা: ৪৭

বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা রাজশাহী/বাংলা একাডেমী/প্রথম প্রকাশ ২০১৩ সাল

পৃষ্ঠা: ৮০, ১০২, ২০৮ ও ২১২

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই/বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট/নবম সংস্করণ

পৃষ্ঠা: ৩৯৪-৪০০

আকাল (কবিতা)/ এস এম নজরুল হাওলাদার/২০১৭ সাল

https://www.bangla-kobita.com/najrulhowlader/akal

অপরূপ রাজশাহী (কবিতা)/মো: জাহিদুল ইসলাম/২০২১ সাল

https://www.facebook.com/chhndors/videos/673291063572846

সদরঘাট পান/আসিফ আকবর/বাংলা গান/২৯ আগস্ট ২০২২

https:www.youtube.com/watch?v=u8uVYId-fgc

যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম/বাংলা গান

https:www. youtube.com/watch?v=2ayZo7n5EYM

পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিলাম/বাংলা গান

https:www. youtube.com/watch?v=tD13kUDjvkw

আমের দেশে পানের রাজত্ব/প্রথম আলো/০১ ডিসেম্বর ২০২১

https.www.prothomalo.com/Bangladesh/আমের দেশে-পানের-রাজত্ব

গবেষণা হলেই বিপ্লব রাজশাহীর পানে/আসিফ আকবর/২৬ জানুয়ারি ২০১২

https://www.banglanews 24.com/national/news/bd/84177.details

পান চাষে রাজশাহীর গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা/বাসস/০২ মার্চ ২০২৩

https://www.bssnews.net/bangla/national/8118

রাজশাহীতে বাড়ছে পান চাষ/খোলা কাগজ/১২ আগস্ট ২০২১ https://www.kholakagoijbd.com/agriculture/830

একদিলতলা পানের হাট, রাজশাহী/প্যানোরমা ক্রিয়েটরস/১৮ জুন ২০১

https://www.youtube.com/watch?v=PiMsGHblcM8

রাজশাহীর মিষ্টি পান দেশের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেছে মধ্যপ্রাচ্য/ইন্ডিপেন্ডেট টেলিভিশন/০৮ জানুয়ারি, ২০২২

https://www.youtube.com/watch?v=PiMsGHblcM8

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-খ-১১৯৭/২৩-২৪/শিল্প-১৫-০২-২০২৪-২০০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.